দৈনিক ইনকিলাব

72

তারিখ 17 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

আষাঢ়
৩২শে শ্রাবণ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি

সাধারণ অর্থে পুঁথিগত বিদ্যার্জনকেই শিক্ষা বলা হয়। মূলতঃ শিক্ষার গণ্ডি শুধু পুঁথিত বিদ্যায়ই সীমিত নয়। শিক্ষা শব্দটি গভীর ভাববোধক এবং ব্যাঞ্জনাময়। এক কথায় মানবামৃতার পরিপূর্ণ বিকাশ-ই শিক্ষা। এ সম্পর্কিত একটি চমৎকার হাদীস রয়েছে। "দোলনা হ'তে কবর পর্যন্ত জ্ঞনা অন্বেষণ কর"। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে ঠিক তাই-ই বোঝায়। অর্থাৎ শিশুর জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ ও পরিবেশের সাথে নিজকে খাপ খাইয়ে নেয়া ও সার্বিক উন্নতি বিধান কল্পে শিশু যে জ্ঞান অর্জন করে থাকে তাইই শিক্ষা। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্নমত রয়েছে। জন ডিউই-এর ভাষায় "আত্ম উপলব্ধিই শিক্ষা" হার্বার্ট রিডের মতে "স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য সম্যক উপলব্ধি করতে যে সাহায্য করে তাইই শিক্ষা। "এ বিষয়ে জন ডিউই (১৮৫৯—১৯৫২) একটি চমৎকার কথা বলেছেন, Education is not a preparation of life rather it is living. অর্থাৎ শিক্ষা কেবল জীবনের প্রস্তুতায়ন নয়, ইহা জীবনযাপনও। যুক্ত রাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশব্যবিদ্যালয়ের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড-এর একটি উক্তি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তার রচিত "Aims of education" নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন, Education aquisition of the art of the utilisation of knowledge'অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন এবং অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহারের মধ্যে যে 'কলা" বা নৈপুণ্য নিহিত আছে শিক্ষা" বলা যায়,Aims of education and arts of education are closely related with each other.

এবং এই শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাই জাতির প্রকৃত চালিকাশক্তি। বলা যায়, শিক্ষাব্যবস্থাই একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়নের ও ভবিষ্যত সমাজ গঠনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলের শিক্ষা ব্যবস্থা এত ব্যাপক বিষয় যা সংক্ষেপে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই অতি সংক্ষেপে তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থার খানিকটা চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

আল্লাহতায়ালার সর্ব প্রথম পবিত্র নির্দেশ যা নবী (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয় তা হল "পাঠ কর.....।" যে নির্দেশ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ইসলাম শিক্ষা এবং ধর্ম এ দু'এর আচলকে পরস্পরের সাথে এমনভাবে বেঁধে দিয়েছে যে তা কখনও পৃথক হতে পারবে না। তাই অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় মুসলমানরা যখন এই উপমহাদেশে আসতে আরম্ভ করল তখন এদেশের মুসলমান অধিবাসীরা জ্ঞানভাণ্ডার ও শিক্ষার আলো থেকে আর বঞ্চিত রইল না। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে তারা জ্ঞান বিতরণ আরম্ভ করলো।

পৃথিবীর এ অংশে কখন এবং কোথায় প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তা বলা কঠিন। তবে তারিখে ফিরিশতার বর্ণনানুযায়ী মনে হয় মাদ্রাসার জন্য প্রথম ইমারত তৈরী করেন সম্রাট নাছিরউদ্দীন কুবাচা, মুলতানে।

এই উপমহাদেশের সাথে আরব দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক অতিশয় প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে আরবে যে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিপ্লব সাধিত হয়, তার সুফল এ উপমহাদেশেও পৌঁছে। এই উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা বিশেষভাবে আরম্ভ হয় হিজরী ৯৩ সনে মুহাম্মদ বিন কাশেমের সিন্ধু বিজয়ের সাথে সাথে। ইবনে বতুতার বর্ণনানুযায়ী খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের মাঝামাঝি ইসলামী শিক্ষা এত ব্যাপকতা লাভ করে যে, শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পায় বোম্বে প্রদেশের কেরালা রাজ্যের হনাবার নামক স্থানে শুধু মেয়েদের জন্য ১৩টি এবং ছেলেদের জন্য ২৩টি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হয়।

সুলতানদের তুলনায় বাদশাহ আলমগীর বদ্ধ মন্দিরের জন্য সবচেয়ে বেশী জমিন ও অর্থ বরাদ্দ করেন। বলা যায়, এই উপমহাদেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য মুসলিম শাসনামলে যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তাতে রাজা-বাদশাহদের সহায়তা এবং জনগণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা উভয় ব্যবস্থাই বিশেষভাবে কাজ করেছে।

বৃটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফর আলী খার বিশ্বাস ঘাতকতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের নিকট পরাজিত ও নিহত হওয়ায় উপমহাদেশে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। শুরু হয় ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন উপমহাদেশের সর্বত্র। বিলুপ্ত হতে থাকে একে একে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরাজিত মুসলিম শাসক ও স্বাধীনতাকামী সকল শ্রেণীর নাগরিকদের উপর শুরু হয় বিজয়ীদের জুলুম, অত্যাচার আর নিপীড়ন।

১৮৩০ সালে ভারতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক গঠিত একটি সাব কমিটির নিকট স্যার চার্লস ট্রিভেলিয়ন যে বিবৃতি দেন তার কিয়দংশ—"এই দুই জাতি হিন্দু ও মুসলিম আমাদেরকে বিদেশী এবং জবর দখলকারী ধারণা করে। তাদের মতে, আমরা তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছি এবং তাদেরকে উজ্জত ও দৌলত থেকে বঞ্চিত করেছি। এই অবস্থাতে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে তাদের পরিচয় করে দেয়ার পেছনে আমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করতে হবে। আর তা হলো এই শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মন-মানসিকতা বদলে দেয়া।"

ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা তাদের উপনিবেশগুলিতে কি শিক্ষা নীতি প্রবর্তন করেছিল এবং কি উদ্দেশ্যে করেছিল তা বুঝতে এর পর আর কিছু বাকী থাকে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে এই উপমহাদেশের অন্যান্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ছয় দশক পর্যন্ত প্রচলিত শিক্ষা নীতি পরিবর্তন করে সারা দেশে আমলাতান্ত্রিক ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের হিড়িক পড়ে যায়। তখন থেকে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দ্বিধা বিভক্ত করে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষারূপে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা নামে দু'টি বিপরীত মুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিঃ চার্লস গ্রান্ট এ দেশে প্রটেষ্টেন্ট মিশনারী ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা চালান। এবং শিক্ষা সংস্কার উন্নয়নের নামে ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তনের নেপথ্য কৌশল চালাতে থাকেন।

১৮১৩ সালে বৃটিশ সরকারের অনুমোদন লাভ করেন মিঃ গ্রান্ট। ফলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। গড়ে উঠে চার ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি।

(১) ইংরেজদের মিশনারী ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি।

(২) হিন্দুদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(৩) মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা।

(৪) বেসরকারী কওমী মাদ্রাসা।

ইংরেজরা সফলতা লাভ করে তাদের "ডিজাইন এণ্ড রুল" পলিসিতে। ইংরেজদের অনুমোদিত পন্থায় শিক্ষালাভকারীদের বিশেষ বৃত্তি ও সুবিধার ব্যবস্থা করে একটি আমলাতান্ত্রিক সহযোগী গ্রুপ সৃষ্টি করা হয়। এদিকে ১৮৩৫ খ্রীঃ ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা করার আইন পাস করে ১৯৩৭ খ্রীঃ ফারসীর স্থলে ইংরেজী ও স্থানীয় ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চালু করা হয়।

এরপর থেকে অর্ধ-শতাব্দী কালের এহেন বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা আরও জোড়দার হয়ে উঠে। যার রেশ আজো এই উপমহাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে সদর্পে বিরাজমান।

—জহিরুল হক শামীম